ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

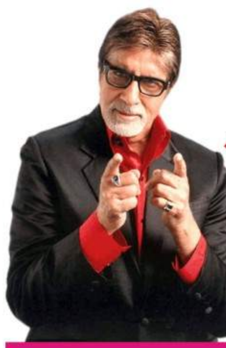

অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার সংসার ভাঙার গুঞ্জন, কী ইঙ্গিত দিলেন অমিতাভ

পৃঃ ৫

অবসর নিয়ে যা বললেন স্টিভ স্মিথ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৪০ ● কলকাতা ● ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ললিত ঝা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পদাধিকারী, দিল্লি পুলিশকে তথ্য দিয়েছেন শুভেন্দু

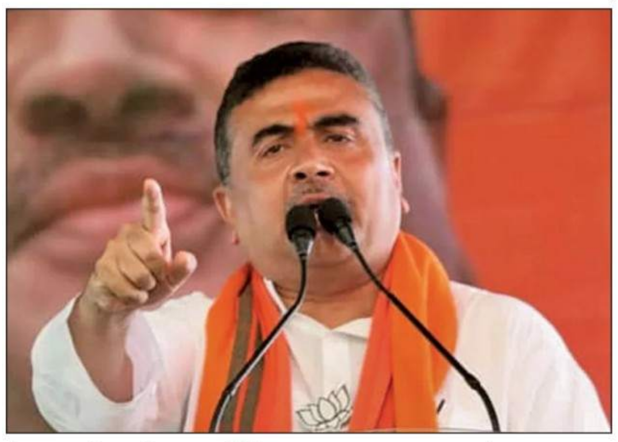

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ললিত ঝা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী-বিধায়ক তাপস রায়ের খুবই ঘনিষ্ঠ এই ললিত। এমনই বক্তব্য শোনা গিয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গলায়। সংসদে অতর্কিত হামলা হয়েছে। সেই হামলার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ললিত ঝা।পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রবিরোধীদের কেন্দ্রমণ্ডলে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষে যত দেশবিরোধী কাজ হয়, তার সাপ্লাই লাইন পশ্চিমবঙ্গ। এই দেশবিরোধী শক্তি 'টুকরে টুকরে গ্যাং'কে লালিত করে রেখেছেন। এমন গুরুতর অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু। ভোটের ফায়দা তোলার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের এখানে রেখেছেন। এমন বক্তব্য বিরোধী দলনেতার। পশ্চিমবঙ্গে দেশ বিরোধী সরকার চলছে। এমনই বক্তব্য শুভেন্দুর।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছেন অভিষেক। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাস থেকে মামলা সরানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ভাইপো ভেবেছেন,

এরপর ৩ পাতায়

সুপ্রিম কোর্টে পিছোল

মহুয়া-মামলার শুনানি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পিছিয়ে গেল! সাংসদ পদ খারিজের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা করেছেন তৃণমূলনেত্রী মহুয়া মৈত্র, সেই মামলার শুনানি হবে আগামী বছরে। কবে? ৩ জানুয়ারি। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, 'মামলা সংক্রান্ত নথি খতিয়ে দেখার জন্য আরও সময় প্রয়োজন'। সাংসদ পদ খারিজের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন মহুয়া। অভিযোগ, ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্নকাণ্ডে 'সমস্ত নিয়ম ভেঙে' তাঁর সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ করেছে এথিক্স কমিটি। আজ, শুক্রবার সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি এসভি ভাট্টির বেঞ্চে।ঘটনাটি ঠিক কী? ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্নকাণ্ডে মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ করেছিল এথিক্স কমিটি। সংসদের এখন শীতকালীন অধিবেশন চলছে। গত ৮ ডিসেম্বর এথিক্স কমিটির সেই রিপোর্ট পেশ করা হয় লোকসভায়। সঙ্গে মহুয়াকে সাংসদ থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাবও। সেই প্রস্তাবের উপর আলোচনার জন্য প্রথমে আধঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন স্পিকার ওম বিড়লা। পরে তৃণমূল আর্জি মেনে বাড়তি সময় দেন তিনি। মহুয়াকে অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। তুমুল হুইহট্টগোলের পর শেষপর্যন্ত লোকসভা ধ্বনি ভোটে পাস হয়ে যায় প্রস্তাব।

হলদিয়ায় বিজেপির সভাস্থলের সামনে থেকে তৃণমূলের ধরনা হঠায় পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির সভাস্থলের কাছে তৃণমূলের ধরনা হঠাল পুলিশ। উর্দিধারীদের ভূমিকার প্রশংসায় কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। হাসিমুখে তিনি বলেন, 'ভালো লাগল।'একথা শোনার পর বিচারপতি মান্থা আরও বলেন, 'অনুমতি না নিয়েই এটা করছে। যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার নিতে হবে। এমন ক্ষেত্রে পুলিশকে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। একই জায়গায় অন্য দলকে অনুমতি দিলে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হবে। রাজ্য পুলিশকে সিআই এস এফ্য-এর সহযোগিতা নিয়ে দেখতে হবে কোনও বেআইনি কিছু না হয়। রাজ্য জানায় সব ব্যবস্থা হচ্ছে।' বিচারপতি বলেন, 'বহু বছর পরে দেখলাম রাজ্য এমন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিয়েছে।' হাসতে হাসতে বিচারপতি আরও বলেন, 'এটা ভালো লাগলো।'শুক্রবার বিপ্লবী সতীশ সামন্তের জন্মদিনে হলদিয়ার হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে বিজেপির কর্মসূচি ছিল। তার সামনেই গত দুদিন ধরে তৃণমূল ধরনা কর্মসূচি পালন করছিল।কিন্তু তার আগে ঘাসফুল শিবিরের তরফে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। এই ঘটনার জল গড়ায় কলকাতা হাই কোর্টে। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে মামলাটি ওঠে।

বিচারপতি বলেন, 'আমরা বরাবর বলছি সব দলের সভা, সমিতি, ধরনার অধিকার আছে। কিন্তু সেটা সবরকম অনুমতি নিয়ে।' রাজ্যের তরফে আইনজীবী জানান, 'তৃণমূল কোনও অনুমতি নেয়নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি। সকাল থেকে পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। পুলিশ সুপার নিজে নজরদারি করছেন।'

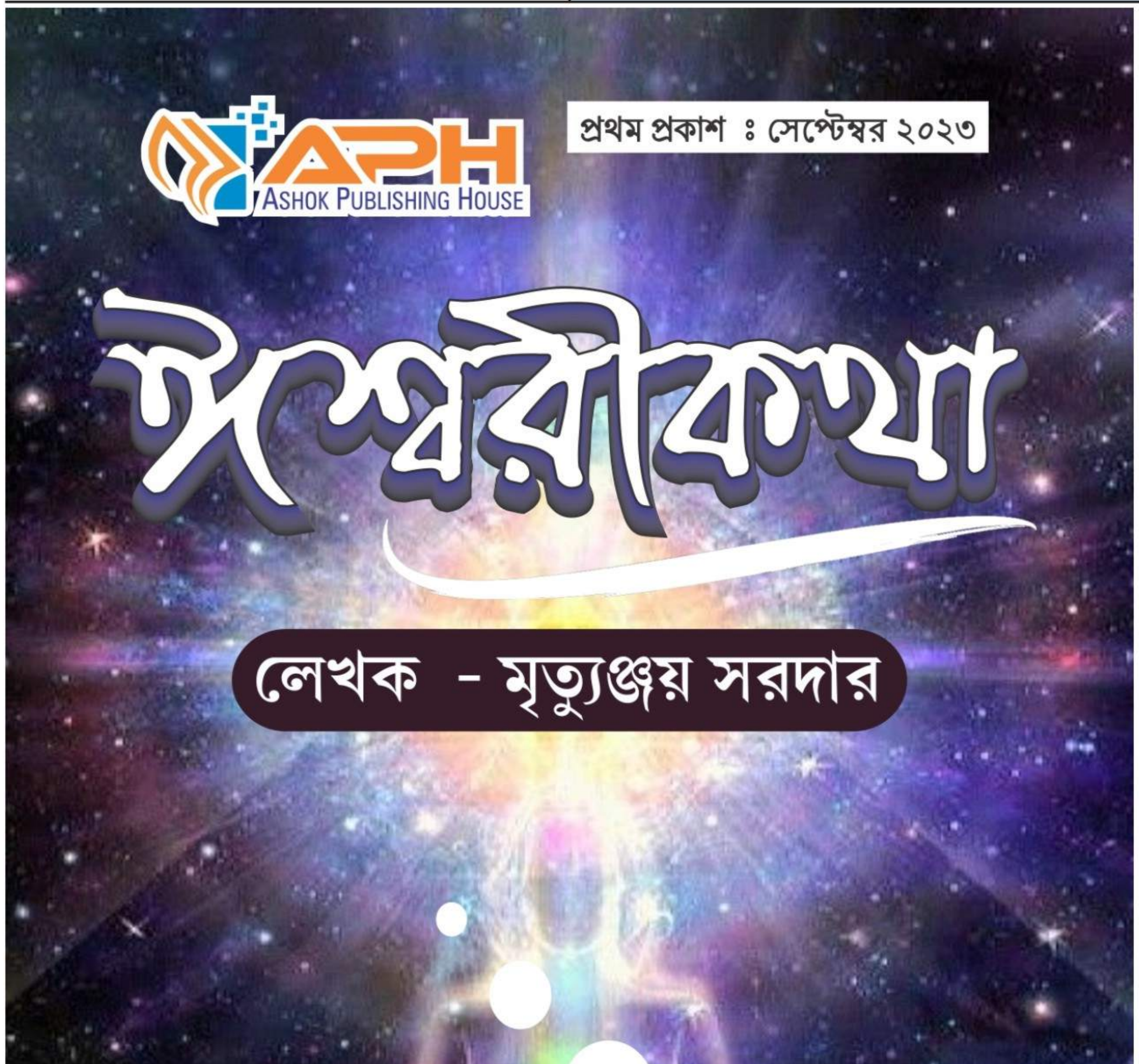

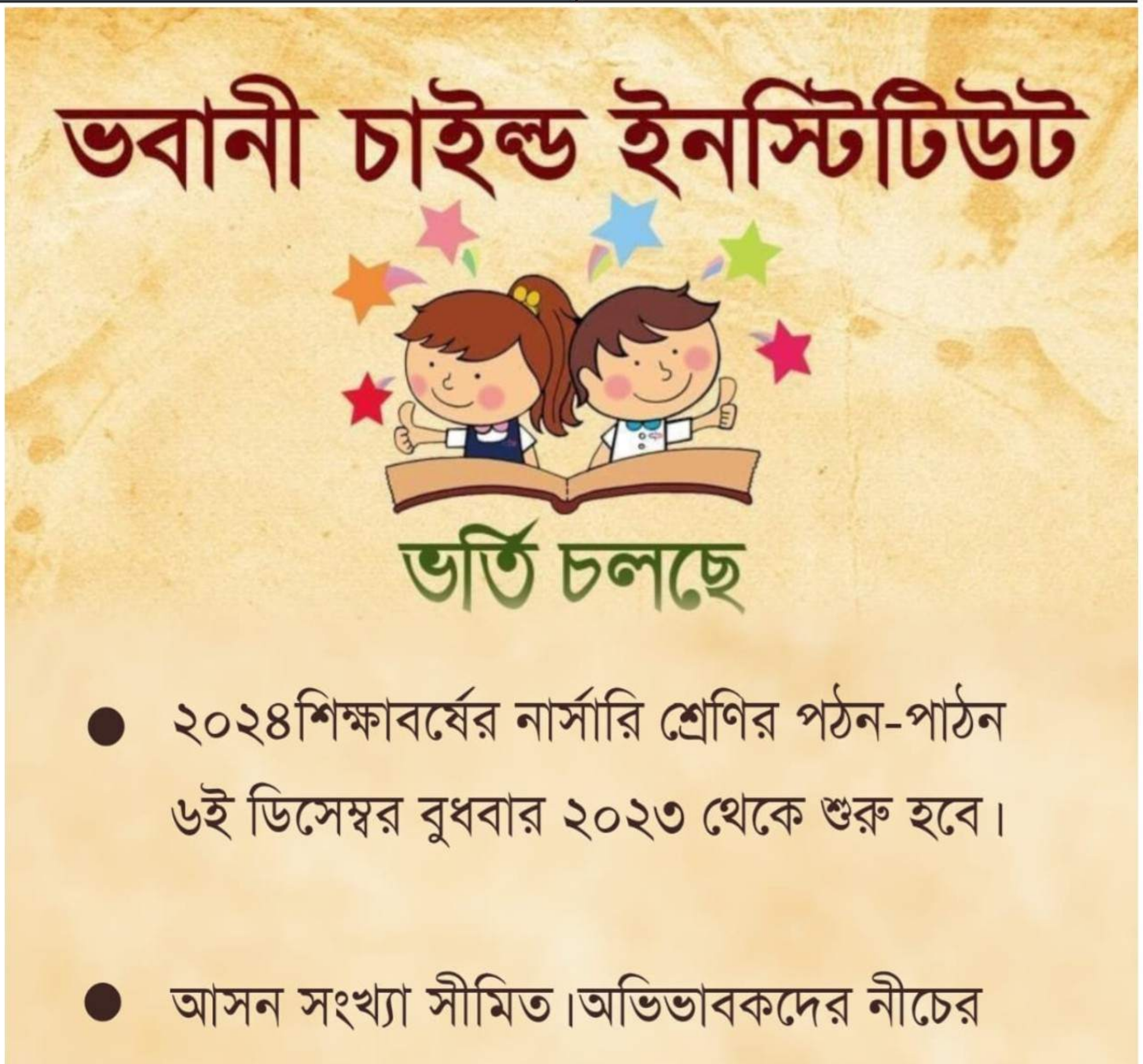

সুব্রত বক্সির জামাই পরিচয়ে 'প্রতারণা'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতি অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূল। ঘাসফুল শিবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে শীর্ষ তৃণমূল নেতা সুব্রত বক্সি জামাই পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগ। সরকারি চাকরি দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ। আনন্দপুর থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের কাছ থেকে দুটি নীলবাতি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।একা ওই ব্যক্তিকে নাকি আরও অনেকজনকেই ঠকিয়েছেন দীপঙ্কর তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নানা তথ্যের খোঁজে দীপঙ্করকে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, এই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিকবার প্রতারণা করে সে। তবে সেক্ষেত্রে পরিচয় ভাঁড়িয়ে প্রতারণা করে কিনা, তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। দিনকয়েক আগে সম্প্রতি দীপঙ্কর দাস নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনন্দপুর থানার অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি, নিজেকে সুব্রত বক্সির জামাই পরিচয়ে সরকারি চাকরি দেওয়ার নাম করে দীপঙ্কর ৪ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। দীপঙ্করকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ মনে করছে, একা দীপঙ্কর নয়। এই প্রতারণার সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরও অনেকেই।

জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়: শুভেন্দু অধিকারী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হলদিয়ায় বিপ্লবী সতীশ সামন্তের জন্মদিনে লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। আর শুরুতেই স্পষ্ট করলেন মুসলিমদের নিয়ে বিজেপির অবস্থান। বললেন, জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়। বিজেপিতে যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন সময় মুসলিমদের একাংশকে 'জেহাদি' বলে সম্মোধন করতে শোনা গিয়েছে শুভেন্দুবাবুকে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে মেরুকরণের সেই চাল হিতে বিপরীত হতে পারে বুঝেই কি নমনীয় শুভেন্দু? প্রশ্ন তুলছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এদিন শুভেন্দুবাবু বলেন, 'যারা রাষ্ট্রবাদে বিশ্বাস করেন এমন সংখ্যালঘু মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই।গতকাল অমিত শাহজি বলেছেন, ভারতে থাকা একজন মুসলমানকেও বিজেপি ভারতের বাইরে পাঠাবে না। তিনি বলেছেন, মিথ্যা কথা বলে, ঘজঈর ভয় দেখিয়ে, সংখ্যালঘু খেপিয়ে কীভাবে মমতা ব্যানার্জি বিপথে চালিত করেন'।

তিনি দাবি করেন, 'আজকের সভাতেও ২ হাজার সংখ্যালঘু মুসলমান যোগ দিয়েছে। আমার চাচা দাঁড়িয়ে আছে। আমি যেখানে যাই এই চাচা আমার সঙ্গে দেখা করে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক অনেক সংখ্যালঘু বন্ধু এসেছেন। যারা রাষ্ট্রবাদে বিশ্বাস করেন, ভারতমাতার জয়ধ্বনী দেন, তারাও আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়'।

দেশে নতুন বিজ্ঞান সংগ্রহশালা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান প্রসার কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন বিজ্ঞান কেন্দ্র/সংগ্রহশালা গড়ে তুলছে। মন্ত্রকের আওতাধীন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামস্ এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে। এইসব বিজ্ঞান কেন্দ্র স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের জন্যও উন্মুক্ত থাকবে। এছাড়াও, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হচ্ছে বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান আলোচনাসভা, বিজ্ঞান নাটক, ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী ইত্যাদির।

এছাড়াও, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সংগ্রহশালা গুলিতেও যেতে পারেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ বিশেষ দিনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সমারোহ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ১৫ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীরা এইসব সংগ্রহশালায় যেতে পারবে নিখরচায়। বিগত চার বছরে যেসব বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরার উদয়পুর বিজ্ঞান কেন্দ্র, ওড়িশার বারগড় বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং বিহারের বুদ্ধগয়ায় উপ-আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্র। রাজ্যসভায় আজ এই তথ্য জানিয়েছেন সংস্কৃতি, পর্যটন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

আসানসোলে ব্যবসায়ীর বাড়িতে আয়কর দফতরের তল্লাশি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আসানসোলে ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র এবং মহেন্দ্র শর্মার বাড়ি এবং অফিসে শুক্রবারও আয়কর দফতরের অভিযান অব্যাহত। ৫২ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে, সেখানে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন আয়কর দফতরের আধিকারিকেরা। সুরেন্দ্র এবং মহেন্দ্রর পাশাপাশি, বার্নপুরের ধরমপুরের লোহার ছাঁট ব্যবসায়ী সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদের বাড়িতেও বুধবার থেকে তল্লাশি শুরু হয়েছিল।

বুধবার শাসক তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক সোহরাব আলির বাড়িতেও তল্লাশি চালাতে যান আয়কর দফতরের কর্তারা। শীতের ভোরে আলো ফোটার আগেই সোহরাবের রহমতনগরের বাড়ি নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সকাল ৬টা নাগাদ তিনটি গাড়িতে এলাকায় আসে আয়কর দফতরের জনা সাতেক অফিসারের একটি দল। প্রায় ২০ ঘণ্টা সেখানে তল্লাশি অভিযান চলে। মূলত ছাঁট লোহার কারবারি বলে পরিচিত সোহরাব। তাঁর বাবা শেখ আলি প্রথমে পেশায় গাড়িচালক ছিলেন। পরে তিনিই ছাঁট লোহার কারবার শুরু করেন। সেই পেশায় যুক্ত হন সোহরাব। সে সময়ে সোহরাবের সঙ্গে শিল্পাঞ্চলের বাম নেতাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে নানা সূত্রের দাবি। ১৯৯৫ সালে আসানসোল ডিভিশনের আরপিএফের পশ্চিম শাখা তাঁর বিরুদ্ধে রেলের যন্ত্রাংশ চুরির মামলা করে। সোহরাব তার পরে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ২০০১ সালের বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে আরজেডি-তে যোগ দেন তিনি। সে বার নির্বাচনে আরজেডি ছিল বামেদের জোটসঙ্গী। ততকালীন হিরাপুর আসনে বাম সমর্থিত আরজেডি-র প্রার্থী হন সোহরাব। তবে তাঁকে প্রার্থী হিসেবে সমর্থন করার বিরোধিতা করেন কিছু সিপিএম নেতা-কর্মী। দলের হিরাপুরের নেতা দিলীপ ঘোষ নির্দল হিসেবে সেই ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দিলীপের সঙ্গে দল ছাড়েন বেশ কিছু কর্মী। পরে অবশ্য তাঁদের দলে ফেরানো হয়। ওই ভোটে জিতেছিলেন মলয় ঘটক। ভোটে হারার পরে আরজেডি ছাড়েন সোহরাব। ২০০৪ সালে তিনি আরএসপি-র টিকিটে আসানসোল পুরভোটে প্রার্থী হন। এর পর ২০১০ সালে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। ২০১১ সালে রানিগঞ্জ থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। তখন থেকে তৃণমূলের সক্রিয় নেতা হিসাবেই এলাকায় পরিচিত সোহরাব।

বৃহস্পতিবার রাতে ইমতিয়াজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেও সুরেন্দ্র এবং মহেন্দ্রর বাড়িতে তল্লাশি চলছে।

মহেন্দ্রদের নুন এবং প্রোমোটিংয়ের ব্যবসা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ষাটের দশকে রাজস্থান থেকে আসানসোলে এসেছিলেন বাবা ছগনলাল শর্মা। ভাড়া থাকতেন মুন্সি বাজার এলাকায়। মরুরাজ্য থেকে নুন আনিয়ে শিল্পাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন ছগনলাল। পরে ছেলেরাও এই কাজে লেগে যান। পরে তাঁরা নুনের কারখানা তৈরি করেন। ধীরে ধীরে ব্যবসার বিস্তার ঘটে। রেশম সুতোর ব্যবসাও শুরু করে শর্মা পরিবার। ২০০০ সাল নাগাদ প্রোমোটিংয়ের ব্যবসাতেও ঝোঁকেন দুই ভাই। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দুই ভাইই 'শাসক-ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত এলাকায়।

নোংরা ফেলা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা, ধাক্কা দিতেই আর উঠলেন না ভবানীপুরের যুবক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাড়ির সামনে নোংরা ফেলা নিয়ে বিবাদ। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যাপক হাতাহাতি। প্রাণ গেল একজনের। উঠেছে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনা ভবানীপুর থানার অন্তর্গত অন্নদা ব্যানার্জি লেনে। মৃত ব্যক্তির নাম সুনীল ঠাকুর (৫১)। সূত্রের খবর, ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টে নাগাদ।সুনীল ঠাকুরের স্ত্রীর অভিযোগ, বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি ঘরের বাইরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় পড়শি কাঞ্চন সাউ বালতি করে জল ঢালতে শুরু করেন। নিজের বাড়ির সামনের নোংরা তাঁদের বাড়ির

এরপর ৩ পাতায়

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাহারা অনুপম! রাজ্য নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশের জের?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশের 'ফল' হাতেনাতে পেলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে কটাক্ষ করার কিছুদিনের মধ্যেই অনুপমের ওয়াই ক্যাটাগরির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিল অমিত শাহর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। গত মাসেই সুকান্তকে উদ্দেশ্য করে অনুপমের বিস্ফোরক মন্তব্য ছিল, ''রাজ্য সভাপতি(সুকান্ত)-কে আমার পরামর্শ, আপনি নিজের লোকসভা কেন্দ্রে একটু মন দিন। পরের বছর জিততে পারবেন কি না সেটা দেখুন। কারণ, আপনি নিজের ওয়ার্ডে কুড়িটা লোক নিয়ে যান। তার মধ্যে ১৬ জন নিরাপত্তারক্ষী।" পালটা সুকান্ত তখন বলেছিলেন, "কেন্দ্র সব জানে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে আপনারা এর ফল দেখতে পাবেন।" গেরুয়া শিবিরের একাংশ মনে করছে, খোদ রাজ্য সভাপতিকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করে দলকে অস্বস্তিতে ফেলার শাস্তিই পেতে হল কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরাকে! প্রশ্ন, তাহলে কি সুকান্তর বলা 'ফল' পেলেন অনুপম?যদিও নিজেই নিরাপত্তা ছাড়তে চেয়েছিলেন বলে দাবি অনুপমের।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, একদিকে এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বিদ্রোহীদের যেমন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কড়া বার্তা দিলেন অন্যদিকে সংগঠনের রাশ দিল্লির হাতেই সেটা আবারও বুঝিয়ে দিলেন শাহ। এরই মধ্যে দলের মধ্যে জল্পনা, শৃঙ্খলাভঙ্গ করায় আগামিদিনে কেন্দ্রীয় সম্পাদকের পদ থেকেও হয়তো সরিয়ে দেওয়া হতে পারে অনুপম হাজরাকে। যদিও কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা বলেন, "সিকিউরিটি তুলে নেওয়া হল, নাকি নভেম্বর মাসে কোনও এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিকিউরিটি তুলে নিতে অনুরোধ করেছিলাম, কীসের জন্য অনুরোধ করেছিলাম, সময় বলবে। চোরমুক্ত বিজেপি চাই।" দলের রাজ্য নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

"দোষী প্রমাণিত হলে তার ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া হোক।" - সংসদভবন হামলার মূল অভিযুক্ত ডি মনোরঞ্জনের বাবা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাবা হয়ে ছেলের ফাঁসি চাওয়া বড়ো কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাই বললেন, সংসদভবন হামলার মূল অভিযুক্ত ডি মনোরঞ্জনের বাবা দেবরাজগৌড়া। সংসদে শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন হামলার ঘটনায় দেশব্যাপী তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। বুধবার পাবলিক গ্যালারি থেকে লোকসভার চেম্বারে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই যুবক। তাঁদের হাতে ছিল ক্যানিস্টার। সেখান থেকে হলুদ ধোঁয়া বেরোতে থাকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংসদে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। যার মধ্যে একজনের নাম হল ডি মনোরঞ্জন। ঘটনার পরেই একটি সংবাদ মাধ্যমকে দেবরাজগৌড়া বলেন, 'আমার ছেলের।সোনার চরিত্র। সে সবসময় মানুষের জন্য ভালো করতে চেয়েছিল। তবে সে এমন কাজ করেছে শুনে আমি হতবাক।" তিনি বুঝেই উঠতে পারছেন না এটা কি করে তার ছেলে করলো।

জানা গিয়েছে, ডি মনোরঞ্জন মাইসুরের মাল্লাপুরা গ্রামের বাসিন্দা। কৃষক পরিবারের সন্তান ওই যুবক। মনোরঞ্জনের শিক্ষার জন্য ১৫ বছর আগে ওই পরিবার মাইসুরুতে এসেছিল। বিই'তে পড়াশুনা করেছে। কৃষিকাজেও বাবাকে সাহায্য করেছে। তার বাবা জানান, মনোরঞ্জন প্রচুর পড়াশোনা করত। বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের বই সে বেশি করে পড়ত। তাঁর আশঙ্কা, চরম জ্ঞান তাকে এমন একটি কাজ করতে প্ররোচিত করেছে। তবে তিনি এটাও বলেন, 'সংসদ হল মহান মানুষদের তৈরি একটি মন্দির। যে এটা করেছে, এটা অন্যায়। যদি সে দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলে সে আর আমার ছেলে নয়।'

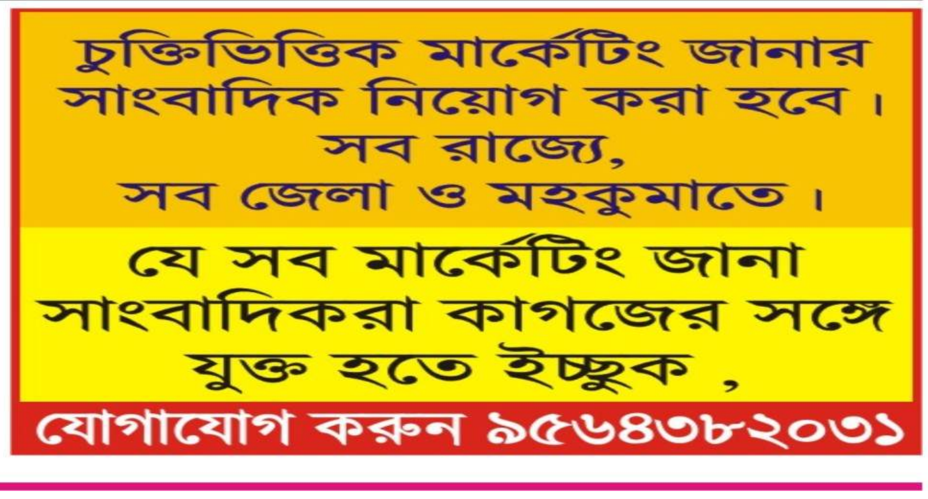

১-ম পাতার পর

ললিত ঝা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পদাধিকারী, দিল্লি পুলিশকে তথ্য দিয়েছেন শুভেন্দু

পিসি চালায় সুপ্রিম কোর্ট। তাই এইসব আবেদন করছেন সুপ্রিম কোর্ট গিয়ে।কলকাতায় তিনি ছিলেন। উত্তর কলকাতার একাধিক জায়গায় তিনি থাকতেন। বাগুইআঁটির বাড়িতে ললিত বাবা- মা ও দুই ভাইকে নিয়ে থাকতেন। ওই এলাকার বাসিন্দারা ললিতকে চিহ্নিতও করেছেন। রবীন্দ্র সরণীর একটি বাড়িতেও তিনি ভাড়া থাকতেন বলে জানা গিয়েছে।

এই ললিতের সঙ্গেই না কী তৃণমূল যোগ রয়েছে। তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়ের সঙ্গে তার ছবিও রয়েছে। রীতিমতো সেই ছবি ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে। সেই নিয়ে আসরে নেমে পড়েছে বঙ্গ বিজেপি। এবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রীতিমতো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলেন।তৃণমূলের সঙ্গে ললিতের সম্পর্কের কথা সরাসরি অভিযোগ করলেন শুভেন্দু। কেবল তাপস রায় নন, অনেক তৃণমূল নেতার সঙ্গে ললিতের যোগাযোগ ছিল। একথা দাবি করেছেন শুভেন্দু। ললিত ঝা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পদাধিকারী। তাঁর কাছে যে সব তথ্য নথি এই বিষয়ে ছিল। শুভেন্দু দিল্লি পুলিশকে পাঠিয়েছেন। নিজে মুখেই এই কথা বলেছেন।

২ পাতার পর

নোংরা ফেলা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা, ধাক্কা দিতেই আর উঠলেন না ভবানীপুরের যুবক

সামনে জড়ো করছিলেন। তিনি প্রতিবাদ করতেই দু'পক্ষের মধ্যে গোলমাল বেঁধে যায়। সূত্রের খবর, ওই সময় সুনীল ঠাকুর বাইরে বেরিয়ে এলে তাঁকে কাঞ্চন এবং তাঁর স্বামী পিন্টু সাউ বুকে ধাক্কা মারেন। তাতেই গুরুতরভাবে জখম হন সুনীল। অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন।মৃতের জামাই জানালেন, পড়শি বাড়ি থেকে লাগাতার তাঁদের বাড়ির সামনে নোংরা ফেলা হয়। তা নিয়ে প্রায়ই গোলমাল হত প্রতিবেশী কাঞ্চন সাউয়ের সঙ্গে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবারও ওই পড়শি জল ছেটাচ্ছিলেন। সেই জল সুনীলের ঘরে গিয়ে পড়ে। তা নিয়ে গোলমাল। কথা কাটাকাটি। গালিগালাজ পর্যন্ত চলে।

অভিযোগ, পড়শি দম্পতি সেই সময় সুনীলকে ধাক্কা মারে। তাতেই অসুস্থবোধ করেন সুলীল। দ্রুত তাঁকে এসএসকেএমে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালেই মারা যান সুনীল ঠাকুর। এরপরই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের লোকজন। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়।

প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভিত্তিক যোগ্যাতামান

নতুন দিল্লি ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে নিযুক্তির বিষয়টি নির্ভর করে সময় অনুযায়ী চাহিদা ও পরিকল্পনার ওপরে। কাজ ও দক্ষতার ধরণের পাশাপাশি নীতি ও বিধি নিয়ন্ত্রণের দিকটিও মাথায় রাখা হয়। তাৎক্ষণিক নিযুক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসএসসি (এনটি)/ এসএসসি(টি)প্রশিক্ষণ সূচিতে ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে ২জন করে বীর নারী/ বিধবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাহিনীর কাজ করতে গিয়ে মৃতদের নিকটাত্মীয়দের ৩জন ২০২১ সালে, ১জন ২০২২ সালে এবং ৬জন ২০২৩ সালে এনসিসি-র বিশেষ নিযুক্তি কর্মসূচির মাধ্যমে কাজ পেয়েছেন (নারী-পুরুষ মিলিয়ে)।

লোকসভায় আজ শ্রী সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকা-র এক প্রশ্নের জবাবে লিখিতভাবে এই তথ্য জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় ভাট।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রয়াণ বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

নতুন দিল্লি ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধামন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রয়াণ বার্ষিকীতে লৌহমানবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। শ্রী মোদী বলেছেন, সর্দার প্যাটেলের দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং দেশের ঐক্য রক্ষায় তাঁর অবিচল দায়বদ্ধতা আধুনিক ভারতের ভিত গড়ে দিয়েছে। এক্সপোস্টে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য;

'সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রয়াণ বার্ষিকীতে এই বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং দেশের ঐক্য রক্ষায় অবিচল দায়বদ্ধতা আধুনিক ভারতের ভিত গড়ে দিয়েছে। আরও শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ এবং সমৃদ্ধ দেশ গড়ার কাজে আমাদের প্রেরণার উৎস হল তাঁর অনুসরণীয় কর্মকাণ্ড।'

কাশী তামিল সঙ্গমম মঞ্চ ঐক্যবদ্ধ এবং বৈচিত্রপূর্ণ ভারতের সার্থক প্রতিফলন: প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বলেছেন, কাশী তামিল সঙ্গমম মঞ্চ ঐক্যবদ্ধ এবং বৈচিত্রপূর্ণ ভারতের সার্থক প্রতিফলন, যা 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ধারণাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

এই সমারোহ উপলক্ষে কাশী আরও একবার মানুষকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়ে উঠছে বলেও প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। বারানসীতে ১৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর,২০২৩ আয়োজন করা হচ্ছে এই সমারোহের। কাশী তামিল সঙ্গমম-এর পক্ষ থেকে পোস্ট করা এক্স বার্তার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী এক্সপোস্ট করেছেন; 'উৎসাহ - উদ্দীপনায় ভরপুর কাশী আরও একবার @KTSangamam উপলক্ষে মানুষকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে; যা সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উদযাপন। এই মঞ্চ ঐক্যবদ্ধ এবং বৈচিত্রপূর্ণ ভারতের সার্থক প্রতিফলন, যা 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ধারণাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।'

অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা পাচ্ছেন কী করে?' রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সোচ্চার ব্রাত্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যপাল নিয়ে আবারও কড়া অবস্থানে যেতে চলেছে রাজ্য সরকার। অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, সিন্ডিকেট এর বৈঠক চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্য সরকারের আপত্তি উড়িয়ে এই বৈঠক চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। তা নিয়ে এবার আইনি পথে যাবার ইঙ্গিত শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। বৃহস্পতিবার রাজভবনের তরফে কড়া বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানেই বলা হয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বেআইনিভাবে রাজ্য সরকার সিন্ডিকেট বৈঠক বাতিল করতে বলেছিল। রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়কে সিন্ডিকেট বৈঠক চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানও উচ্চ শিক্ষা দফতরের নির্দেশে বাতিল করা হচ্ছিল। রাজ্যপালের নির্দেশে কনভোকেশন হয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যদের রাজ্যপাল নিয়োগ করেছেন, যাতে উপাচার্যের ক্ষমতা তাঁরা প্রয়োগ করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল বৈঠক করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনার জন্য। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা দফতরের ক্রমাগত নির্দেশ সেই বৈঠকের স্পিরিটকে নষ্ট করছে।শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি রাজ্য সরকারকে এই ভাবে অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা পাচ্ছেন কী করে? উনি তো মুখ্যমন্ত্রীকে অগ্রাহ্য করছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলছেন এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। আমি জানি না কীভাবে এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। আইনি পরামর্শ নেব।"

প্রসঙ্গত, গত ৪ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠক শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ভাল আলোচনা হয়েছে, আশা করছি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত এখনও জারি তা এখনও ফের ইঙ্গিত মিলল।

বিধানসভার পর এবার নবান্নেও বাড়তি নজরদারি, সংসদে তাণ্ডবের জের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংসদে তাণ্ডবের জেরে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নিরাপত্তায় কড়াকড়ি করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবারই এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু বিধানসভা নয়, সংসদে তাণ্ডবের জেরে নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি আরও কড়া হচ্ছে নবান্নেও।এতদিন গাড়িতে চড়ে বিধায়কদের সঙ্গে তাঁদের সঙ্গীসাথীরাও বিধানসভা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতেন। এবার থেকে তা বন্ধ করে দেওয়া হল বলে স্পিকার জানিয়েছেন। তিনি জানান, বিধায়করা দক্ষিণ গেট দিয়ে ঢুকবেন। বিধায়কের সঙ্গীসাথীরা পশ্চিম গেট দিয়ে ঢুকবেন। সকলকেই পায়ে হেঁটে ঢুকতে হবে। এখন থেকে রক্ষীরা কড়া পরীক্ষা করে তবেই সকলকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেবেন। শুধু প্রবেশের ক্ষেত্রে নয়, ভেতরেও বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি। সূত্রের খবর, নবান্নের নিরাপত্তা নিয়ে বৃহস্পতিবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবান্নের বর্তমান নিরাপত্তা পর্যালোচনার পর তা আরও সক্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, নবান্নের গেটগুলিতে এবার বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঢোকা ও বেরোনোর সময় প্রত্যেককে কড়া নজরদারির মধ্যে পড়তে হবে। পার্কিংয়েরও ক্ষেত্রে বাড়তি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সিসি ক্যামেরার নজরদারির পাশাপাশি এবার থেকে বহিরাগত প্রতিটি গাড়ির নম্বর নথিভুক্ত করা হবে। এব্যাপারে কলকাতা পুলিশকেও আরও সক্রিয় হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। জানা গেছে, আর এফ আই ডি প্রযুক্তি দ্রুত চালু করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে।

নবান্নের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক কর্তা বলেন, 'নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও ঢেলে সাজানো হচ্ছে। রক্ষী নজরদারির পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় নজরদারি আরও বাড়ানো হচ্ছে।'২২ বছরের ব্যবধানে বুধবার ফের আতঙ্ক ফিরেছিল লোকসভায়। লোকসভার পুনরাবৃত্তি যদি বিধানসভায় ঘটে! বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে ততপর হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভার নিরাপত্তার হাল হকিকত খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন তিনি। সূত্রের খবর, সেখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এবার থেকে বিধানসভায় ঢুকতে হলে ভিজিটরদের ছবি তুলতে হবে। ভিজিটর কার্ডে লাগানো থাকবে সেই ছবি। শুধু ভিজিটর নয়, সাংবাদিকদের জন্যও বিধানসভা থেকে দেওয়া হবে বিশেষ কার্ড।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩৪০ সংখ্যা ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ শনিবার ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২-এর ১৪ ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ের উদ্বোধন করেন। ভারতের সব প্রধানমন্ত্রীর অবদানকে এই সংগ্রহশালায় তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের গণতন্ত্র সমাজের নানা স্তর থেকে উঠে আসা নেতাদের সামনে দেশ গঠনে তাদের অবদানে যে সুযোগ করে দিয়েছে তা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। দুটি ভবনকে ঘিরে এই নতুন ডিজিটাল সংগ্রহালয় গড়ে উঠেছে। প্রথম ভবনটি হল পুরনো তিনমূর্তি ভবন। এখানে রয়েছে শ্রী জওহরলাল নেহরুর গ্যালারি, তাঁর নিজস্ব বসবাসের পরিসর, সংবিধান গ্যালারি এবং তোষাখানা। দ্বিতীয় ভবনটিতে তুলে ধরা হয়েছে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী থেকে শুরু করে ডঃ মনমোহন সিং পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত জীবন এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের দিকগুলি। প্রত্যেকটি গ্যালারিতে প্রধানমন্ত্রীদের কার্যকালের অবদান পরিলক্ষিত হয়। সংগ্রহশালায় লাইট এন্ড সাউন্ড শো-তে বীর নারী যোদ্ধাদের জীবনগাথাকে তুলে ধরা হয়েছে। 'বীরাঙ্গনা কি মহাগাথা' এই শিরোনামে একটি কার্যক্রমের মধ্যে দেখানো হয়েছে দেশের গরিমাকে তাঁরা তুলে ধরেছিলেন। 'নভ্য কি উদ্যোম' শিরোনামে আরও একটি কার্যক্রমে গত ৭৫ বছরে ভারত প্রযুক্তি এবং মহাকাশ ক্ষেত্রে যে উত্তরোত্তর অগ্রগতি ঘটিয়েছে তার ঝলক প্রত্যক্ষ করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ে দর্শকদের জন্য অনুভূতি নামে একটি স্বতন্ত্র এলাকা চিহ্নিত করা আছে যেখানে তারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিজস্বী, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাঁটা, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি ছাড়াও ভার্চুয়াল হেলিকপ্টার সফরে দেশের স্থাপত্য এবং প্রযুক্তির অনন্য মহিমা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। এই নিজস্ব এলাকাটিতে নিজের পছন্দ মত প্রধানমন্ত্রীকে বেছে নেওয়ার সুযোগও রয়েছে দর্শকদের সামনে। ২০৪৭-এর দৃষ্টিপথে দর্শকরা তাদের অনুপ্রেরণাদায়ক বার্তা লিখতে পারবেন যা ইউনিটি চেন বা ঐক্য শৃঙ্খলে বিরাট দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়। এই সংগ্রহালয় মানুষের অনায়াস চলাচলের জন্য গল্ফ কার্ট এবং চাকা দেওয়া চেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে এর পাশাপাশি ক্যাফেটেরিয়া, সুভেনির শপ, শব্দ ও অন্য নানা নির্দেশিকার ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যসভায় আজ এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি, পর্যটন এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(শেষ পর্ব)

অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

স্কুলে পড়ার সময় সকলের কাছেই সরস্বতী পুজো ছিল ভীষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। সারা বছর মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে, তার জন্য আশীর্বাদটুকু মা সরস্বতীর থেকে আদায় না করলে হয়! ফলে সক্কাল-সক্কাল ঘুম থেকে উঠে, স্নান সেরে অঞ্জলিটা একদম বাঁধা থাকত। মনে থাকত হালকা ভয়, কী জানি, যদি অঞ্জলি মিস হয়ে যায়, ঠাকুর তো তা হলে 'পাপ' দেবেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের সাংবাদিকথার ভবিষ্যৎ কী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

জানা হয়ে যায় যে, সংবাদে কোনো অবস্থাতেই ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশ করা যাবে না। এটা মোটামুটি সবাই জানেন বলে ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশিত হতে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ধর্ষিতার এলাকার নাম বা তাঁর কোনো আত্মীয়ের নাম বা পরিচয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁদের আসলে নাম, পরিচয় প্রকাশ না করার পেছনের কারণগুলো সম্পর্কেই হয়ত ধারণা নেই। নইলে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতেন, এলাকা, এ বিষয়টি 'কমন সেন্স' থাকলেই বোঝা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, অনেকেরই যেন সেই সেন্স বা সেন্স খাটানোর সময় নেই। এ যুগেও কোনো সাংবাদিকের এমন ভুল সত্যিই মর্মান্তিক। মাত্র কয়েক বছর আগের তুলনায় সাংবাদিকদের এখন অনেক বেশি স্টোরি তৈরি করতে হয়। বেশি কাজ উৎপাদনের চাপে আপনি ভাবতে পারেন আপনার আসল কাজ হচ্ছে সব কিছু প্রক্রিয়াজাত করা - নতুন কোন গল্পের কথা ভাবা বা অনুসন্ধান করা নয়। তাছাড়া, সাংবাদিকতার মানেই হচ্ছে মানুষকে নতুন কিছু বলা। মৌলিক সাংবাদিকতার জন্য যে নৈপুণ্য দরকার সে বিষয়ে বিভিন্ন লেকচার এবং কর্মশালায় বিবিসির সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে টুডে অনুষ্ঠানের প্রাক্তন সম্পাদক কেভিন মার্শ-এর দেয়া বক্তব্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই গাইড।পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে তার রাজনীতি, অর্থনীতি আর মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ধারা। বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা-চেতনা, রুচি, বিবেকবোধের দৃষ্টিকোণ আর দীর্ঘদিনের চলমান অভ্যাস। এই পরিবর্তনের সাথে বদলে যাচ্ছে সাংবাদিকতার সনাতনি ধারাও। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার স্থান এখন দখল করেছে করপোরেট সাংবাদিকতা। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক এই রূপান্তরগুলোকে শুধু দেখেই শেষ করতে পারেন না, সেগুলোকে তার নিবিড় পর্যবেক্ষণেও রাখতে হবে এবং তার নিজস্ব এথিক্সের আলোকে চলার পথ বা সংবাদ লেখার পথ ঠিক করতে হবে।তবে অনেক ধরনের ঘটনাই ঘটে প্রতিদিন। তবে গুরুত্বের বিচারে সব ঘটনা একই মানের না হওয়ায় সবই সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয় না। সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণ, কিন্তু এদিক থেকে চিন্তা করলে সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ নয়। কারণ সমাজে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাবলীই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। একজন সাংবাদিকের নিজস্ব মতামত প্রকাশের জায়গা সংবাদপত্র নয়, ঘটনা যতটুকু ঘটে, ততটুকুই বলবেন একজন সাংবাদিক; এর বেশি নয়। আজকের সাংবাদিকতার জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জও এটাই। জনমত সৃষ্টিতে তাই আজকের সাংবাদিকরা রাখতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি সাধারণ খবরকে একজন সাংবাদিক এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, যাতে তা পাঠক পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তা পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

একজন সাংবাদিককে চিন্তা করতে হবে জনমতের জায়গা থেকে জনকল্যাণের জায়গা থেকে। একটি সৎ সংবাদ প্রকাশ করতে প্রয়োজন জনগণের সাহসী খোলামত ও অভিযোগ। কেউ যদি একটি সহজে বহনযোগ্য ডিজিটাল যন্ত্রের সাহায্যে ছবি বা ভিডিও ধারণ করে তা সম্পাদনা করে খবর আকারে প্রকাশ করে, তাকেই মোবাইল সাংবাদিকতা বলে। মোবাইল ডিভাইসটি হতে পারে একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা, গো-প্রো বা একটি সেলফোন। হতে পারে একটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রযুক্তিও। কেউ কেউ মোবাইল সাংবাদিকতাকে সেলফি সাংবাদিকতাও বলছেন। আমার কাছে মুখ্য বিষয় হচ্ছে রিপোর্টিং, তার জন্য আপনি কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন, তা গৌণ বিষয়।

সংবাদের খোঁজে প্রতিমুহূর্তেই ঘুরে ফিরছে সাংবাদিকরা। সেই ঘোরাঘুরির মাঝেই চোখে পড়ে অনেক কিছু, যা হয়ত সংবাদ নয় কিন্তু সাংবাদিক মন লিখতে চায়। জানাতে চায় তার পাঠকদের। খবরের জন্য এখন সবসময় মাঠে-ঘাটে যেতে হয় না। ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে আরাম কেদারায় বসেও সহজেই লিখে দেয়া যায় বড় বড় খবর। রাজন হত্যা থেকে শুরু করে বেশ কিছু খবর তো মূলধারার সংবাদমাধ্যমের আগে সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই আমরা পেয়েছি। এযুগে নির্ভরযোগ্যতার বাছবিচর ছাড়াই সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। ফলে ভুল সংবাদ প্রচারের দায়ও নিতে হয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমকে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের নামও কিন্তু এই তালিকায় আছে। 'সাংবাদিকের চোখ' এবং বিবেচনাবোধ ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যা খুশি তাই প্রচার করে দেয়া নিশ্চয়ই দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা নয়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমকে অনেক ক্ষেত্রে সংবাদের উৎস বা সূত্র ভাবা যেতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ এবং প্রশ্নাতীতভাবে ঠিক খবরের পরিবেশক ভাবা কখনোই ঠিক নয়আধুনিক এই যুগে আমরা সবাই কম বেশি পেপার পড়ি। অনলাইন, প্রিন্টের দুনিয়াতে নানা খবরাখবরের সাথে আমরা আপডেটেড থাকি সংবাদকর্মীদের কল্যাণে। সংবাদকর্মীরা প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকেন আমাদের জন্য সংবাদ সংগ্রহে। এটাই মূলত তাদের নেশা ও পেশা। ঘটনাপ্রবাহ ও ফিচার এমনভাবে লিখতে হয় যাতে পাঠক একবার পড়লেই পুরো ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পান। এ জন্য যা করতে হবে তা হলো রিসার্চ। যে বিষয় বা ঘটনা নিয়ে লিখবেন, ঐ বিষয়টি গুগল করুন। আপনার সামনে আসবে আসবে হাজার হাজার তথ্য। নিজের প্রয়োজন মত তথ্যাদি সংগ্রহ করুন ও তা প্রয়োগ করুন লেখার সময়।

ফিচার রাইটার (যারা পেপার / পত্র পত্রিকার জন্য খবর সংগ্রহ করেন তা লেখেন প্রকাশের জন্য) টেলিভিশন সাংবাদিকতা (যেখানে মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা হাতে সাংবাদিক ও তার দল চলে যান খবর সংগ্রহে যা আমরা পরবর্তীতে টিভি খবরে দেখতে পাই) ফটোজার্নালিস্ট (এই ব্যাক্তি সাংবাদিক তবে খবর সংগ্রহের না, ছবি সংগ্রহের। ভারতবর্ষের এমনকি বিশ্বে কোথায় কি হচ্ছে তার সাথে আপটু ডেট থাকা ও দরকারে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা ও ভিডিও করা এ ধরনের সাংবাদিক এর কাজ) প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে আপনি কোন বিষয়ের উপর আর্টিকেল লিখবেন। যদি কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা ইস্যু নিয়ে লিখতে চান তবে আপনাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে -

- ঘটনার সাথে কারা কারা জড়িত আছে
- কোথায় ঘটেছে ঘটনাটি, কেন ঘটেছে
- কবে ঘটেছে (দিন, তারিখ, সময়) - কিভাবে ঘটলো, সূত্রপাত, ঘটনাপ্রবাহ ও বিস্তারিত
- ঘটনা ঘটার সময়ে আশে পাশে থাকা বক্তা / একাধিক বক্তার মন্তব্য! বড় বড় সংবাদ সংগ্রহকারী ওয়েবসাইট আছে যার সারাবিশ্বের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত যেমন - রয়টার্স, বিবিসি, সিএন এন ইত্যাদি। এদের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে সংবাদ তৈরী করতে পারেন। নিয়মিত পেপার, টেলিভিশনের সাথে আপ-টু-ডেট থাকা আপনার জ্ঞানকে বাড়িয়ে তুলবে রিসার্চ এর ব্যাপারে। একজন ভালো সংবাদকর্মী হতে হলে আপনাকে অবশ্যই গবেষণা ও রিসার্চ করতে হবে ও যে কোন বিষয়ে সাধারণ জনগণের চেয়ে বেশি জানতে হবে। সবকিছুর মূলে রয়েছে সংবাদ পত্রিকা বা সংবাদ সংস্থা বা সংবাদ পরিবেশন করার যে মাধ্যম সেই মাধ্যমকে আজকের দিনে বাঁচিয়ে রাখাটা কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সংবাদ প্রতিষ্ঠা কে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা গলাটিপে হত্যা করার চেষ্টা করছে অন্যদিকে তেল খচ্চর নামে পকেট মানি দিয়ে সাংবাদিকদেরকে অসৎ পথে নিয়ে যাচ্ছে, সব সাংবাদিকরা সংবাদমাধ্যমের মালিকদের কারীদে তেমনি অর্থ পাচ্ছে না কেন মালিকরা নিজেদের সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। তারা না পাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন না পাচ্ছে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন না অসৎ পথে উপায়। তাহলে সংবাদসংস্থার কর্মচারীদের মাইনে কিভাবে তারা দেবে এ নিয়ে দিনের পর দিন ভুগছে মালিকপক্ষ । আর এই কারনেই বর্তমান পরিস্থিতিতে হাজার-হাজার কাগজ বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছে। সাংবাদিকরা বেঁচে থাকলে যে প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকবে এটা সত্য নয়। প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকলে সাংবাদিকরা বেঁচে থাকবে, যুগে উল্টোটাই হচ্ছে সাংবাদিকরা লোকাল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে অথচ কাগজের মালিকের কাছে বা প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছে সেই অর্থ পৌঁছাচ্ছে না। প্রতিষ্টান বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজকের মালিকপক্ষ রাই চেষ্টা চালাচ্ছে লোকালে অর্থনৈতিক সাহায্য তুলে এনে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে কয়েক লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান করার। কচু কেন্দ্রের মোদি সরকার কর্মসংস্থান তো দূরের কথা ছোট কাগজগুলো গলাটিপে হত্যা করছে সরকারি বিজ্ঞাপন না দিয়ে। এটা কি মোদি সরকারের দ্বিচারিতা নয়, মোদি সরকার বড় বড় কর্পোরেট হাউসকে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রেখেছে। অথচ প্রকৃত গ্রাম গঞ্জের সত্য কথা লেখা কাগজগুলো আদর্শ সাথে যারা তৈরি করছে সেই সব কাগজগুলো সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এক প্রকার সত্য কণ্ঠটা কে রোধ করে দিয়েছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিচারিতা বলে মনে করছে পশ্চিমবাংলার ছোট ছোট পত্রপত্রিকার মালিক সংবাদকর্মী ও সম্পাদকরা। আগামী দিনে এই ধরনের দ্বিচারিতা বন্ধ না হলে, তাহলে বিগত লোকসভা ভোটে তার প্রভাব পড়বে তেমনই ইঙ্গিত স্পষ্ট গ্রামগঞ্জের ছোট পত্রপত্রিকার কর্মী সংগঠনের মুখে প্রকাশ পাচ্ছে। এসমস্ত কাগজের যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পাশে থেকে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে আগামী দিনের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বলে ইঙ্গিত স্পষ্ট।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার সংসার ভাঙার গুঞ্জন, কী ইঙ্গিত দিলেন অমিতাভ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কয়েক মাস ধরে বলিপাড়ায় একটাই গুঞ্জন চলছিল অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায়ের সংসার ভাঙছে। এর মাঝেই এই দম্পতির দু'জনার হাত থেকেই বিয়ের আংটি উধাও হয়ে গেছে। অমিতাভ বচ্চনও নাকি পুত্রবধূকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আনফলো করেছেন। ১ নভেম্বর নিজের ৫০তম জন্মদিন একাই কাটিয়েছিলেন সাবেক বিশ্বসুন্দরী ও বচ্চন পরিবারের পুত্রবধূ ঐশ্বরিয়া। অবশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন অভিষেক।

সম্প্রতি নিজের ব্লগে অমিতাভ জানান, তিনি নাকি বিরক্ত। কার উপরে এমন মেজাজ হারালেন তিনি? উঠছে প্রশ্ন। তবে বিগ বির এই বিরক্তির নেপথ্যে তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য বা পারিবারিক অশান্তি নেই। বরং, প্রযুক্তিগত কারণে নাকি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন তিনি। অমিতাভ লেখেন, 'ব্লগে কোনও একটা ছবি আপলোড হতে যা সময় লাগছে.. আমি রীতিমতো বিরক্ত!'

বিগ বি জানান, ইন্টারনেটে কানেকশন দুর্বল হওয়ার কারণেই নাকি নিজের ব্লগে ছবি আপলোড করতে বেশি সময় লাগছে তার। বিগ বি জানান, 'কওন বনেগা ক্রোড়পতি'-র শুটিংয়ের ব্যস্ততার মাঝে ব্লগ লেখা ও পোস্ট করার সময়ই পাচ্ছেন না তিনি। এত দিন ধরে নিয়মতি ব্লগ লিখতে না পারার কারণে ক্ষমাও চেয়েছেন বিগ বি।

এ দিকে সম্প্রতি অমিতাভের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল ঘেঁটে দেখা যায়, ঐশ্বরিয়াকে আর ফলো করেন না তিনি। নেটিজেনদের এক অংশের দাবি, ইনস্টাগ্রামে নাকি কোনও দিনই একে অপরকে ফলো করতেন না অমিতাভ ও ঐশ্বরিয়া। তাই আনফলো করার প্রশ্নই ওঠে না। আবার নেটাগরিকদের অন্য এক অংশের মত, ইনস্টাগ্রামে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ কারসাজির কারণেই নাকি দেখা যাচ্ছে না বিগ বি আদৌ ঐশ্বরিয়াকে ফলো করেন কি না।

৫ জনের সামনে অন্তরঙ্গ দৃশ্য, বন্ধ ছিল সকল মনিটর!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'অ্যানিমেল' রণবীরের সঙ্গে অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরির অন্তরঙ্গ দৃশ্য দর্শকদের হৃদয়ে ঝড় তুলেছে। সিনেমায় তৃপ্তির অভিনয় ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে, হচ্ছে বিতর্কও। যেখানে একপ্রকার পোশাক ছাড়াই দেখা মিলেছে তার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রণবীরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ দৃশ্য শুটিংয়ের সেই মুহূর্তের বিষয়ে কথা বলেছেন তৃপ্তি। যেখানে তিনি জানান, দৃশ্যটির শুটিংয়ের সময় পাঁচজনের বেশি লোক ছিল না ওই সেটে। এমনকি সমস্ত মনিটর বন্ধ রাখা হয়েছিল। তৃপ্তি বলেন, 'সৌভাগ্যবশত আমি বুলবুল সিনেমায় ধর্ষণের দৃশ্য অভিনয় করেছি এবং 'অ্যানিমেল'-এও অন্তরঙ্গ দৃশ্য কাজ করেছি। তবে উভয় সিনেমায় তারা আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছে, আমি ঠিক আছি কি না।'

'অ্যানিমেল' সিনেমায় রণবীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ওই মুহূর্তের শুটিং সেটে ৫ জনের বেশি উপস্থিত ছিল না জানিয়ে তৃপ্তি বলেন, 'সেই দৃশ্যের সময় পরিচালক, ডিওপি, অভিনেতাসহ পাঁচজনের বেশি লোক ওখানে উপস্থিত ছিল না। বাকিদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সমস্ত মনিটর বন্ধ ছিল। তারা বারবার বলছিল, যদি কোনো সময় আপনি অস্বস্তি বোধ করেন, আমাদের জানান। আমরা আপনার মতো করে করব।'

রণবীর প্রসঙ্গে তৃপ্তি বলেন, 'প্রতি পাঁচ মিনিটে রণবীর কাপুর আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, তুমি ঠিক আছ? কমফোর্ট ফিল করছ? আমি মনে করি এ বিষয়গুলো সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। তারা এই জিনিসগুলোর প্রতি সংবেদনশীল ছিল।'

তৃপ্তি জানান, একজন অভিনেত্রী হিসেবে নিজের চরিত্রের ওপর শতভাগ বিশ্বাস করা জরুরি এবং সেই কাজটিই তিনি করেছেন। গত ১ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী অ্যানিমেল মুক্তির পর ইতোমধ্যেই ৫০০ কোটি রুপি আয় করেছে সিনেমাটি।

ভিকি-ক্যাটরিনা একসঙ্গে বাড়িতে থাকলে যা করেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফের বিয়ের দুবছর যেন চোখের পলকেই চলে গেল। ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজস্থানে ধুমধাম করে বিয়ে হয় ভিকি-ক্যাটের। এক সময় তাদের জুটিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি নিন্দুকেরা। তবে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দিব্যি সংসার করছেন তারা।

বিয়ের পরে অবশ্য দুই তারকার সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই স্পষ্ট হয়ে যায় তাদের সম্পর্কের রসায়ন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তাদের দাম্পত্যের বিভিন্ন গোপন কথা ফাঁস করেন তারা। তবে ক্যাটরিনাকে বিয়ে করার জন্য ভিকিকে নিজের স্বভাবে আমূল পরিবর্তন করতে হয়েছে।

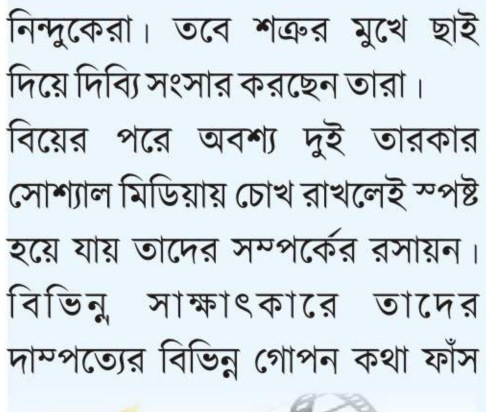

বলা যায় সারা বছরই কাজের মাঝে ডুবে থাকেন বলিউড তারকা ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। মাঝেমধ্যে এমনও দেখা গেছে, টানা বেশ কয়েক দিন দেখাও হয়নি দুজন-দুজনার। যে যার মতো কাজে মগ্ন থাকেন। কিন্তু বাড়িতে একসঙ্গে থাকলে কীভাবে সময় পার করেন- এর গোপন কথা ফাঁস করলেন ভিকি ভিকি কৌশল।

দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর দিন স্ত্রী ক্যাটরিনার একটি অদেখা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ভিকি। বিমানে তোলা সেই ভিডিও পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'প্লেনে ইন লাইফ বিনোদন। সুন্দরী, তোমায় অনেক ভালোবাসা। আরও হাসি ও আনন্দে ভরে উঠুক তোমার জীবন।'

অন্যদিকে সম্প্রতি ভিকি এক সাক্ষাৎকারে তাদের দাম্পত্য জীবনের গোপন কথা ফাঁস করে বলেন, 'আমি যদি কাজ না করি এবং বাড়িতে থাকি, তবে আমি খুবই আলসেমি করে কাটাই।'

ভিকি জানিয়েছেন, ক্যাটরিনা খুব সুশৃঙ্খল, নিয়ম মেনে চলেন। অভিনেতার সংযোজন, 'যখন আমরা দুজনেই বাড়িতে থাকি এবং কাজের জন্য যদি আমাদের বাইরে যেতে না হয়, তখন আমরা দুজনেই অলস। এটা খানিকটা দুই অলস মানুষের পার্টি করার মতো। কিন্তু যখন ক্যাটরিনাকে শৃঙ্খলা মানতে হতে হয় তখন ও একেবারে অন্য মানুষ।'

ফিলিস্তিনি শিশুদের সমর্থনে যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এবার ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানালেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। জাতিসংঘের একজন প্রতিনিধি হিসেবে যুদ্ধ বিরতির ডাক দিয়েছেন তিনি। প্রিয়াঙ্কা ইনস্টাগ্রামে স্টোরিতে এক পোস্ট শেয়ার করেছেন, তা ইউনিসেফের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ক্যাথরিন রাসেলের একটি উদ্ধৃতি। যেখানে লেখা, 'শিশুদের জন্য মানবিকভাবে যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন।' দু'পক্ষের যুদ্ধের মধ্যে ক্রসফায়ারে আটকে পড়া ফিলিস্তিনি শিশুদের সমর্থনে সোমবার বিশেষ এ বার্তা দিলেন প্রিয়াঙ্কা। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধের অনুরোধ জানিয়ে তার দেওয়া ইনস্টাগ্রাম স্টোরি মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। গত মাসখানেক ধরে ইসরায়েল ও হামাসের একে অপরের উদ্দেশ্যে লাগাতার বোমাবর্ষণ, গোলাবারুদের মধ্যে হাজার হাজার নাবালক-নাবালিকা নিহত হয়েছে। চাপা পড়েছে ধ্বংসস্তূপের তলায়। তা নিয়ে একাধিক রাষ্ট্রতো বটেই, জাতিসংঘ-ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যুদ্ধবিরতির ডাকে সম্প্রতি রিচার্ড গিয়ার, হাসান মিনহাজ, গিগি এবং বেলা হাদিদের মত বহু সেলেব্রেটি একটি মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন। তাতেই সামিল হন প্রিয়াঙ্কাও। এখন দেখার সেলিব্রিটিদের এই আবেদনে সারা দিয়ে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেন ইসরায়েল হামাস যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ করেন কিনা।

ডে অফ ক্রিকেটেই

শেষ উইন্ডিজ!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নাম প্রত্যাহারের সংস্কৃতি এক যুগের। ২০১০ সালে ক্রিস গেইল, কিয়েরন পোলার্ড ও ডোয়াইন ব্রাভো প্রথম ওই পথে হেঁটেছিলেন। ২০২৩ সালে বোর্ডের ঘোষিত চুক্তিতে নাম রাখেননি সাবেক অধিনায়ক জেসন হোল্ডার ও নিকোলাস পুরান। তাদের পথে হেঁটেছেন পেস অলরাউন্ডার কাইল মেয়ার্স।

তারা তিনজনই ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে চলতি বছরের টি২০ সিরিজে খেলতে চান। অন্য সময়ও খেলতে তাদের আপত্তি নেই। তবে তা নিজেদের সুবিধা মতো, ডে অফে! যখন ফ্যাঞ্চাইজি লিগ থাকবে না, তখন। জাতীয় দলকে পায়ে ঠেলে টি২০ লিগ বেছে নেওয়ার কারণ, অর্থের মোহ। এক বছরে বোর্ডের দেওয়া বেতন আর ম্যাচ ফি থেকে যে অর্থ তারা আয় করবেন; আইপিএল, ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি২০ কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ আসর থেকে আয় তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি।

উইন্ডিজ ক্রিকেটারদের বোর্ড থেকে বেতন-ভাতা অস্ট্রেলিয়া কিংবা ভারতের তুলনায় বেশ কম। যে কারণে টি২০ লিগ ক্রিকেটের উত্থানের আগে বোর্ডের সঙ্গে বেতন-ভাতা নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়েছেন তারা। এখন সেটা রূপান্তর হয়ে চুক্তি প্রত্যাহারে ঠেকেছে। ২০২২ সালের হিসাবে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটাররা বোর্ড থেকে বছরে গড়ে প্রায় ২ কোটি ৬ লাখ টাকার মতো বেতন পান। দ্বীপ অঞ্চলটির একজন ক্রিকেটার বোর্ড থেকে সর্বনিম্ন ১ কোটি ৫৫ লাখ টাকার মতো এবং সর্বোচ্চ ২ কোটি ২২ লাখ টাকার মতো বেতন পান। ওই তুলনায় একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার সর্বনিম্ন প্রায় ৪ কোটি টাকা এবং সর্বোচ্চ প্রায় ১৯ কোটি টাকা বেতন পান। ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটার সর্বনিম্ন প্রায় ৩ কোটি ও সর্বোচ্চ প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা বেতন-ভাতা পান। ভারতীয় ক্রিকেটারদের বেতন কাঠামোও ইংল্যান্ডের কাছাকাছি। সবচেয়ে ছোট আর্থিক কাঠামোর নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডও ভালো বেতন দেন।

বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটার সর্বনিম্ন ৬০ লাখ এবং সর্বোচ্চ ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকার মতো বেতন পান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফিও অস্ট্রেলিয়া, ভারতের সমান না হলেও বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার কাছাকাছি। বাংলাদেশের টেস্টের ম্যাচ ফি প্রায় ৭ হাজার ডলার, শ্রীলঙ্কার সাড়ে ৬ হাজার। সেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড দেয় ৬ হাজার ডলারের কাছাকাছি। ওয়ানডে ও টি২০-এর ম্যাচ ফিও বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা থেকে কিছুটা কম পান তারা। তবে এদের সঙ্গে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারের পার্থক্য হলো টি২০-এর লিগে তাদের চাহিদা তুঙ্গে। যে কারণে জাতীয় দলের চেয়ে টি২০ লিগে তাদের ঝোঁকও বেশি।

স্টাম্প হেলে গেল, নো বলও নয়,

তবু আউট নন ব্যাটার!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বল গিয়ে লাগল সোজা মিডল স্টাম্পে। উইকেট বেশ খানিকটা হেলে গেল পিছন দিকে। বোলার 'নো' বলও করেননি। বলটি সম্পূর্ণ বৈধ ছিল। তবু বোলারের আউটের আবেদন নাকচ হয়ে গেল। অপরাজিত থাকলেন ব্যাটার। গত শনিবার অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ক্লাব ক্রিকেটের একটি ম্যাচে ঘটল এমনই অভিনব ঘটনা।

বোল্ড হলেও আম্পায়ারেরা আউট দেননি ব্যাটারকে। লেগ এবং অফ স্টাম্পের উপর (মিডল স্টাম্প বেশ খানিকটা হেলে যাওয়ার পরেও) দু'টি বেল সঠিক ভাবে থেকে যাওয়ায় ব্যাটারকে আউট দেওয়া হয়নি। অদ্ভুত এই ঘটনার ছবি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।

বোল্ড হওয়ার পরেও কেন আউট হলেন না ব্যাটার? অস্ট্রেলিয়ার ওই ব্যাটারকে বাঁচিয়ে দিয়েছে মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) ২৯ নম্বর নিয়ম। এই নিয়মে বলা হয়েছে, 'একটি বেল স্টাম্পের উপরের নির্দিষ্ট স্থান থেকে সম্পূর্ণ সরে গেলে বা একটি স্টাম্প মাটি থেকে সম্পূর্ণ উপড়ে গেলে উইকেট ভেঙে গিয়েছে বলে বিবেচিত হবে। কোনও স্টাম্প নড়ে যাওয়ার জন্য বেল নির্দিষ্ট স্থান থেকে কিছুটা সরে গিয়েও যদি স্টাম্পের উপরেই থেকে যায়, তা হলে উইকেট ভেঙেছে বলে বিবেচিত হবে না।'

এমসিসির নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্যাটারকে আউট করতে হলে উইকেট সম্পূর্ণ ভাবে ভাঙতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার ক্লাব ক্রিকেটের এই ঘটনায় মিডল স্টাম্প অনেকটা পিছনে হেলে গেলেও দু'টি বেল অদ্ভুত ভাবে লেগ এবং অফ স্টাম্পের উপর আটকে ছিল। মিডল স্টাম্পটিও মাটি থেকে সম্পূর্ণ উপড়ে যায়নি। অর্থাৎ, উইকেট সম্পূর্ণ ভাবে ভাঙেনি। তাই ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাটার আউট নন। ফিল্ডিং করা দল আউটের আবেদন করলেও কিছুক্ষণ আলোচনার পর ব্যাটারকে আউট দেননি আম্পায়ারেরা।

এ সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। মিডল স্টাম্প সরে যাওয়ার পরেও স্টাম্পের উপরে থাকা বেল দু'টি কীভাবে একদিকে অবলম্বন ছাড়াই আটকে থাকল, তা নিয়ে বিস্ময় তৈরি হয়েছে। অথচ ২০১৭ সালে ঠিক এমনই এক ঘটনায় আউট দেওয়া হয়েছিল ব্যাটারকে। অস্ট্রেলিয়াতেই ক্লাব ক্রিকেটের একটি ম্যাচে আউট হয়েছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যাটার জ্যোতিন্দর সিংহ। সেবারও মিডল স্টাম্প নড়ে যাওয়ার পর বেল দু'টি অদ্ভুতভাবে অন্য দুই স্টাম্পের উপর আটকে ছিল।

অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে

আইসিসির মাসসেরা হেড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের পর নিজের সাফল্যের মুকুটে আরেকটি পালক যোগ করলেন ট্রাভিস হেড। ডেভিড ওয়ার্নারের পর (২০২১ সালের নভেম্বর) মাত্র দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসির মাস সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। তবে গত নভেম্বরে সেরার হওয়ার লড়াইয়ে তাকে কড়া টক্কর দিয়েছেন সতীর্থ গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ শামি। বিশ্বকাপে 'ইতিহাসেরই সেরা' ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। আর শামি দেরিতে সুযোগ পেয়েও 'ক্যারিয়ারের সেরা' পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন। কিন্তু মাত্র দুই ম্যাচের পারফরম্যান্সের জোরে ম্যাক্সওয়েল ও শামিকে ছাপিয়ে গেছেন হেড। ওয়ানডেতে গত মাসে ২২০ রান করেছেন এই অজি ব্যাটার। এর মধ্যে ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরি ও হাফ সেঞ্চুরিও আছে এর মধ্যে। কিন্তু দুইটি ইনিংসই অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে খেলেছেন, সেমিফাইনাল ও ফাইনালে। দু'টি ম্যাচেরই সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

মাঠ ব্যবস্থাপনা নিয়ে

দ. আফ্রিকাকে গাভাস্কারের খোঁচা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে বৃষ্টির জন্য। এই ম্যাচ ঘিরে ডারবানে ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত আর প্রবাসীদের ব্যাপক ভীড়। এক মাস আগেই এই ম্যাচের সব টিকিট বিক্রি হয়েছে। বৃষ্টিতে পণ্ড হওয়ায় হতাশ হতে হয়েছে মাঠে আসা দর্শকদের।

তাদের কষ্টও নজরে এসেছে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কারের। এই ম্যাচ পরিত্যক্তের পেছনে বৃষ্টি ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকার দায়িত্বে অবহেলা দেখছেন গাভাস্কার। তিনি বলেছেন, 'যদি মাঠ ঢাকা না থাকে তাহলে বৃষ্টি থামার এক ঘণ্টার পরেও খেলা শুরু করা যাবে না। এই সমস্যাটিই হয়েছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচে।'

স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গাভাস্কার বলেন, 'প্রত্যেক ক্রিকেট বোর্ডের কাছেই প্রচুর টাকা রয়েছে। হতেই পারে যে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মত হয়ত টাকা ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে নেই, কিন্তু তবুও এটুকু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, গোটা মাঠ ঢাকার জন্য কভার কেনার টাকা অন্তত দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের রয়েছে। যদি ওরা বলে যে, সেই টাকা ওদের নেই তাহলে মিথ্যে কথা বলছে।'

এ সময় মাঠ ঢাকার ব্যাপারে ভারতের উদাহরণ টেনে আনেন গাভাস্কার। বিসিসিআই এর সাবেক বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি দায়িত্বে থাকার সময় ইডেন গার্ডেন্সে যেভাবে মাঠ ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ টেনে গাঙ্গুলির প্রশংসাও করেন তিনি।

গাভাস্কার বলেন, 'দেখুন অজুহাত দিয়ে লাভ নেই, এই মুহূর্তে বোর্ডের যেটা প্রয়োজন সেটা হলো মাঠ ঢাকা। আমার এখনও মনে আছে ইডেন গার্ডেন্সের একটি টেস্ট ম্যাচের কথা। কিছু কারণের জন্য ম্যাচ শুরু হতে পারেনি। কিন্তু এরপর এমন কিছু হয়নি। গোটা মাঠকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। সেই সময়ে বোর্ডের দায়িত্বে ছিলেন সৌরভ। এতটাই নিখুঁতভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে যে কেউ ওপর আঙ্গুল পর্যন্তও তুলতে পারেনি। এভাবে সকল ক্রিকেট বোর্ডকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।'

অবসর নিয়ে যা বললেন স্টিভ স্মিথ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সময় তো চলছে তার নিজ গতিতে। সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার স্টিভ স্মিথদের মতো তারকাদের দিনও ফুরিয়ে আসছে। ৩৪ বয়সী স্মিথ নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে না ভাবলেও তার ভক্ত-সমর্থককুল ঠিকই ভাবছেন। যে কারণে বাধ্য হয়েই নিজের আগামীর ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ ব্যাটার।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সব ফরম্যাট মিলিয়ে ৩২২টি ম্যাচ খেলেছেন স্মিথ। রান করেছেন ১৫ হাজার ৭৫৫। আর হয়তো বেশিদিন হলুদজার্সি গায়ে খেলবেন না তিনি। তবে এখনি একেবারে দিনক্ষণ ঠিক করে অবসরের ঘোষণা দিতে চাননি এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার।

স্মিথ 'ফক্স স্পোর্টস'কে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,ও আমি সত্যিই খুব বেশি সামনের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করি না। আপনি জানেন, আমি সিরিজ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেই। প্রতি ম্যাচ বিবেচনা করি এবং এই মুহূর্তে নিজেকে উপভোগ করি। উত্তরাধিকার যেই হোক না কেন, আমরা সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিবো।'

তিনি আরও বলেন, 'দেখতে যেমনই হোক না কেন, আমার জন্য বিরক্তিকর কিছু নয়। আমি সত্যিই এটা নিয়ে বিচলিত নই। অন্য মানুষ এই ধরনের জিনিস সম্পর্কে কথা বলতে পারেন। আমি শুধু দিনের পর দিন আমার কাজ করে যেতে চাই এবং উপভোগ করতে চাই।'

তরুণ ক্রিকেটারদের দলে জায়গা করে দিতে স্মিথ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে চান। স্মিথ জানিয়েছেন, দলের তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য তার দরজা সবসময়ই খোলা। অধিনায়ককে সহায়তার পাশাপাশি সহ-অধিনায়ক হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করাটাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

স্মিথ বলেছেন, 'আমি আমার কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পছন্দ করি। বিশেষ করে যদি কোনো তরুণ খেলোয়াড় আসে, আমি তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করি। তরুণরা কেউ কোনো বিষয়ে কথা বলতে চাইলে আমার দরজা সবসময় খোলা। অভিজ্ঞতা ও ধারণা দিয়ে আমি তাদের শেখানোর জন্য সেখানে আছি। তারপর অধিনায়ককে সমর্থন করতে হয়। যতটুকু সম্ভব, সহ-অধিনায়ক হিসেবে তাকে সাহায্য করা আমার কাজ। এটি মজার ছলেই করি, আমি এটা উপভোগ করছি।'

ক্লাব বিশ্বকাপের আগে হালান্ডের

ফিটনেসের আশায় গার্দিওলা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী ১৯ ডিসেম্বর ক্লাব বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগে দলের মূল তারকা আর্লিং হালান্ডের ফিটনেসের আশা করছেন ম্যানচেস্টার সিটি ম্যানেজার পেপ গার্দিওলা। নরওয়েজিয়ান এই স্ট্রাইকার এবারের মৌসুমে সিটির প্রিমিয়ার লিগের ১৫টি ম্যাচেই মূল দলে খেলেছেন। কিন্তু পায়ের ইনজুরির কারণে গতকাল রবিবার লুটন টাউনের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ের ম্যাচটিতে অনুপস্থিত ছিলেন। কতদিন হালান্ডকে বাইরে থাকতে হবে এমন প্রশ্নের জবাবে বিবিসিকে গার্দিওলা বলেছেন, 'আমরা জানি না, দেখা যাক কি হয়। আশা করছি ক্লাব বিশ্বকাপে আমরা তাকে সুস্থ দেখতে পাব। সৌদি আরবে ক্লাব বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সিটি মেক্সিকান ক্লাব লিও কিংবা জাপানের উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসের মুখোমুখি হবে। সেমিফাইনালে আগে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন সিটিকে কোন ম্যাচ খেলতে হবে না। এবারের মৌসুমে ইতোমধ্যেই প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ ১৪ ও সব মিলিয়ে ১৯ গোল করেছেন হালান্ড। লুটনের বিপক্ষে ম্যাচের আগে গার্দিওলা বলেছেন, পায়ের হাড়ে সামান্য অস্বস্তি দেখা দেয়ায় সে খেলতে পারেনি। আগামী কয়েকদিন তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে, শেষ পর্যন্ত দেখা যাক কি হয়। সিটিতে আসার পর থেকে হালান্ড তার গুরুত্বের প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু ইনজুরি, নিষেধাজ্ঞা মিলিয়ে নানা সমস্যায় তাকে দলে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের এর সাথে মানিয়ে নিতে হবে। আগামী বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেড স্টার বেলগ্রেডের মুখোমুখি হবে সিটিজেনরা। ইতোমধ্যেই গার্দিওলার দল ইউরোপীয়ান সর্বোচ্চ ক্লাব আসরের শেষ ষোল নিশ্চিত করেছে।

প্রতিপক্ষ ভারত;

ইংল্যান্ড দলে চমক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত জুনেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে শোয়েব বশিরের। চার মাসে ম্যাচ খেলেছেন কেবল ৬টি। আসন্ন ভারত সফরের জন্য তাই ইংল্যান্ড দলে তার থাকাটা বেশ চমক জাগানিয়া। বেন স্টোকসের নেতৃত্বে গতকাল সোমবার টেস্ট সিরিজের জন্য ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। যেখানে বশির ছাড়াও নতুন মুখ গাস অ্যাটকিনসন ও টম হ্যার্টলি।

লাল বলের ক্রিকেটে অনভিজ্ঞ হলেও আফগানিস্তান এ দলের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে ইংল্যান্ডের লায়ন্সের ৪২ রানে ৬ উইকেট নেন বশির। সেটাই নজর কাড়ে নির্বাচকদের। বশিরের তুলনায় অভিজ্ঞতায় অবশ্য এগিয়ে হ্যার্টলি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২০ ম্যাচ খেলে বাঁহাতি এই স্পিনারের শিকার ৪০ উইকেট। সফরে আরও দু'জন স্পিনার রেহান আহমেদ ও জ্যাক লিচকে রাখা হয়েছে।

পেসার হিসেবে আছেন কেবল চারজন- জেমস অ্যান্ডারসন, মার্ক উড, গাস অ্যাটকিনসন ও ওলি রবিনসন। কিছুদিন আগে হাঁটুর অস্ত্রোপচার করানো স্টোকস বল করতে পারবেন কি না তা নিয়ে এখনো শঙ্কা রয়েছে।

জানুয়ারি মাঝামাঝিতে আরব আমিরাতে অনুশীলন ক্যাম্প করবে ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথমটি শুরু হবে আগামী ২৫ জানুয়ারি।

ইংল্যান্ডের টেস্ট দল: রেহান আহমেদ, জেমস অ্যান্ডারসন, গাস অ্যাটকিনসন, জনি বেয়ারস্টো, শোয়েব বশির, হ্যারি ব্রুক, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, বেন ফোকস, টম হ্যার্টলি, জ্যাক লিচ, ওলি পোপ, ওলি রবিনসন, জো রুট, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), মার্ক উড।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR